জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২২শে আশ্বিন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 8th Oct. 1952 | ২০শ সংখ্যা

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

—০—

আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিগণকে মর্য্যাদানুযায়ী প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

মহাত্মাজীর আবির্ভাব দিবস

—০—

প্রত্যেক মনুষ্যই যেদিন ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিনকে তাঁহার আবির্ভাব দিবস আর যেদিন তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন, সেদিনকে তাঁহার তিরোভাব দিবস বলা যায়। তবে সব মানুষের জন্মদিনের উৎসবসহ শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মৃত্যুদিনের বিরহাশ্রুসহ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না। ভগবান নারায়ণ মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণরূপ ধরিয়া ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। দ্বাপর যুগের সেই আবির্ভাব দিবস আজও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতরূপে হিন্দুদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। পঞ্জিকাকারগণ তাঁহাদের পঞ্জিকায় এই ব্রতোপবাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহার ত্যাগের গুণে ছিলেন মানবদেহে দেবতাতুল্য, তাই তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ পঞ্জিকাগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

গত ২রা অক্টোবর তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরে মহাত্মাজীর জন্মদিনে যেসব বাক্যবীরেরা 'বাৎসে' গান্ধীভক্তি দেখায়, এবারও তাহার অভাব হয় নাই। এবারে এই দিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে, গান্ধীভক্ত বেতনভোগী নেতৃবৃন্দ তৎসম্বন্ধে যে বাক্যজাল বিস্তার করিতেছেন—এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাঁহারা গত ৫ বৎসরের পর এবার সত্য সত্যই রামরাজত্বের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছেন।

আমাদের ভাগ্যদোষে গান্ধীজী আজ জীবিত নাই। আততায়ী তাঁহার পার্থিব নশ্বর দেহের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। আত্মা অমর—একথা যদি সত্য হয়, তবে মহাত্মাজী আজ উর্দ্ধলোকে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সেখান হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার তথাকথিত সুবিধাপন্থী ভক্ত শিষ্যবৃন্দ নিজেদের ভোগ লালসায় এবং খামখেয়ালীতে তাঁহার আদর্শকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিতেছে।

একমাত্র বক্তৃতা ছাড়া গান্ধীজীর এই সব প্রিয় শিষ্যগণকে তাঁহার উপদেশাবলী কখনও অনুসরণ করিতে দেখা যায় না। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন কংগ্রেসকে ভাঙিয়া লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত করিতে, গান্ধীশিষ্যরা ইহা সযত্নে ভুলিয়া গিয়া একজনের উপরই কংগ্রেস এবং ভারত রাষ্ট্রের ভার অর্পণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসবহুল প্রাসাদ ছাড়িয়া কুটিরে বাস করা উচিত। ভারতের অবস্থার দিক হইতে ইহাই শোভন। কিন্তু রাজ্যপালদের জীবনযাত্রার এই রাজকীয় আড়ম্বরের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কটিবাস পরিহিত গান্ধীজীর কংগ্রেসী শিষ্যগণ ভুয়া মর্য্যাদার দোহাই পাড়িয়া বাদশাহের মত ব্যয় বহুলতা বজায় রাখিবার জন্য আগ্রহশীল।

ভারতের কোন রাজ্যেরই প্রদেশপাল এই ভোগ বিলাসের মাত্রা কমাইয়া গান্ধীজীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সবল মেরুদণ্ডের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ইংরাজ যাঁহার বাংলাভাষাভাষী পশ্চিমাঙ্গ ছেদন করিয়া গিয়াছে, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-লাভের বলিরূপে পূর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন, শুধু বাস্তুহারা নয় সর্ব্বহারা, বিতাড়িত, পলাতক সন্তানের স্থান সঙ্কুলানে অসমর্থা, "বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমের জননী, **বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"** এই সঞ্জীবন-সঙ্গীত-রচয়িতা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জননী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জননী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি মরণ বরণকারী বীর সন্তানগণের জননী, দীনা বঙ্গমাতার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সন্তান পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্ত্যর্থে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সবল মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়া ক্ষীণাঙ্গী পশ্চিম বঙ্গ মাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালীদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাসিক মাহিনা সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ শত টাকা গ্রহণ করিবেন। এক কথায় বলা যায় তিনি তাঁহার বেতনের এগার ভাগের এক ভাগ মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া বাদ বাকি পাঁচ হাজার টাকা রাজকোষে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই প্রত্যর্পণই গান্ধীজীর প্রকৃত তর্পণ। এই নির্লোভ রাজ্যপালের সহিত অন্যান্য লোভী, বিলাসী, অর্থলোলুপ ভণ্ড যোগীর মত গান্ধীভক্তির অভিনেতাগণের (নেতা নয়) উদ্দেশে রাষ্ট্রভাষার এই বচনটী বলিতেছি—

নখ-বিন্-কাটা দেখে,
শির ভারী জটা দেখে,
যোগী কানকাটা দেখে,
ছার লায়ে তন্‌মে।
মৌনী অন্‌বোল দেখে,
সেওড়া জির ছোল দেখে,
কর্ত্তো কলোল দেখে
বন খণ্ডী থন্‌মে॥
বীর দেখে, শূর দেখে,
গুণী অউর ফুড় দেখে,
মায়াকে পুর দেখে,
ভুল রহে ধনমে।
আদি অন্ত সুখী দেখে,
জনমহিকে দুখী দেখে,
পর উয়ে ন দেখে,
জিনকে লোভ নহি মনমে॥

এর বাঙলা তাৎপর্য্য—

নখ না কাটা যোগী দেখা যায়, মাথাভরা জটাধারী যোগী দেখিতে পাই, কাণকাটা, মৌনব্রতধারী যোগী সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কৌশলবেত্তা বনখণ্ডী ক্রীড়ক দেখিয়াছি, অনেক শূর, বীর, বিদ্বান্, মূর্খ দেখিয়াছি, কত লম্পট, মায়াবী, ধনান্ধ, সুখী ও জন্মদুখী প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ত যোগী দেখিয়াছি, কিন্তু একটিও লোভহীন যোগী দেখি নাই।

প্রবৃত্তি প্রতিযোগিতা

—০—

তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর হইতে রঘুনাথগঞ্জ সহরে মলিন বস্ত্র পরিহিতা একটী স্ত্রীলোককে রাস্তা দিয়া নীরবে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। কাহারও সহিত কোনও কথাবার্ত্তা কহে না। রাস্তায় কোনও খাদ্যবস্তু পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাহা কুড়াইয়া খায়। অনেকে বলে রাস্তার ধারে কেহ বমি করিয়া থাকিলে, সে তাহার মধ্যে হইতে ভাত বা অন্য খাদ্যদ্রব্য যাহা পায়, খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুখে দিতে ইতস্ততঃ করে না। কাহাকেও কখনও কিছু চায় না। তবুও দেখা যায় বেশ একখানি নূতন শাড়ী পড়িয়া রাস্তায় চলিয়াছে —কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিতভাবে বস্ত্রখানি তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। রাত্রিকালে সে শুইয়া থাকে ফৌজদারী আদালতের কোন এক সহজলভ্য বারান্দায়। ট্রেজারীর সান্ত্রী ও জেল-খানার প্রহরিগণ তাঁহাদের খাবার সময় সে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে না দিয়া খান না। বাস্তবিকই তাহাকে দেখিলেই, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে করুণার উদ্রেক না হইয়া পারে না। রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ী শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সাহা একদিন তাহাকে রাস্তায় বমি করা ভাত খাইতে দেখা অবধি তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া প্রায়ই খাবার এবং লজ্জা নিবারণের অযোগ্য ছিন্ন বস্ত্র দেখিলেই নূতন পরিধেয় কিনিয়া দিয়া থাকেন।

মাস ছয়েক আগে ফৌজদারী কাছারীতে পাগলী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে শুনিয়া, তদা-নীন্তন মহকুমা শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী মালখানার প্রহরিগণকে কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। প্রহরীরা জানিতে পারিলেন পাগলীর কাছে লোকের দেওয়া ৬ টাকা আর কত খুচরা ছিল, কে তাহা চুরি করিয়াছে। প্রহরিগণ খুব বুদ্ধি খাটাইয়া প্রকৃত চোরকে ধরিয়া সব টাকা বাহির করিয়া তাহাকে প্রদান করেন।

পাগলী কাহাকেও কিছু না চাইলেও লোকে তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ এক আনা, কেহ দু আনা, কেহ বা একটা ফুটো পয়সা দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। পাগলী তাহার নগদ আয়ের এক পয়সাও ব্যয় করে না। এই কয় মাসের মধ্যে তাহার কুড়ি টাকা সাত আনা জমিয়া গিয়াছে। পাগলী গণিতে জানে। সে ঠিক মনে রাখে— তাহার তহবিলে কত জমিল। গত বুধবার আবার কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি পাগলীর ছেঁড়া নেকড়ার পুটুলির মধ্য হইতে তাহার ২০ টাকা ।৶০ আনা আত্মসাৎ করিয়াছে। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সে তাহার চরম বল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। শ্রীযোগীন সাহা পাগলীর কান্না শুনিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। দুইখানি দশ টাকার নোট ও সাত আনা পয়সা বাক্স হইতে বাহির করিয়া পাগলীর হাতে দিবামাত্র পাগলী বলিয়া উঠিল—"আমি আপনার টাকা নেবো কেন? যে আমার টাকা চুরি করেছে তার কাছে নেবো।" খুব কঠিন সমস্যার কথা। ফাঁড়ির হাবিলদার সাহেব যোগীন সাহার হাত হইতে পাগলীর অলক্ষ্যে টাকা লইয়া পাগলীকে ফাঁড়িতে লইয়া গেলেন। পাগলীকে ভরসা দিলেন তিনি এখনই চোর ধরিয়া টাকা আদায় করিয়া দিবেন।

রাস্তার একজন পথিককে হাবিলদার সাহেব চোর সাজাইয়া তাহাকে দু চার আপোশের চড় থাপ্পর দিয়া যোগীন বাবুর দেওয়া টাকা বাহির করিয়া পাগলীকে দিলেন। পাগলী বলিল—"এ টাকা আমার নয়, আমার কাগজের টাকা নয়, আমার টাকায় ফুটো পয়সা ছিল।" কোনও রকমে পাগলী সে টাকা নিবে না। তখন হাবিলদার তাঁহার সাজানো চোরকে তার সামনে এনে পাগলীকে বুঝাইলেন—তোমার টাকা এ সন্দেশ খেয়ে ফুরিয়ে দিয়েছিল ওর ঘরের সব জিনিস পত্তর বেচে এই টাকা আদায় করা হয়েছে।

আমরা কয়েকজনের প্রবৃত্তি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা বিচার করিয়া বলুন— প্রতিযোগিতায় কে কোন্ স্থান অধিকার করিবে। চোর সাজিয়া চড় থাপ্পর খাওয়া বেচারার প্রবৃত্তিও বিচার করিতে ভুলিবেন না।

শোক সংবাদ

বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক দেহত্যাগ

—০—

বাঙলা সাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সহিত যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় আছে, তিনিই এই অক্লান্ত সাহিত্যসাধক ও "সাহিত্যসাধক চরিতমালা"র মালাকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উদ্যানের উদ্যান-পাল (মালী) ব্রজেন্দ্রনাথের আকস্মিক দেহত্যাগে মর্ম্মাহত হইবেন। গত ৩রা অক্টোবর রাত্রিতে তাঁহার বেলগাছিয়াস্থিত বাসভবনে "করোনারী থ্রম্বসিস" নামক হৃদ্‌রোগে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। তাঁহার বয়স মাত্র ৬১ বৎসর হইয়াছিল। শৈশবে পিতৃহীন ব্রজেন্দ্রনাথ পৈতৃক দারিদ্র্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মা কমলার করুণার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে মা সরস্বতীর সাধনা করিবার সুযোগ না পাইলেও, উদরান্নের জন্য কিছু-দিন কেরাণীজীবন যাপন করিয়া শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ" মন্দিরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারী সেবাইতরূপে দরিদ্র-জননী বাণী দেবীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার এই সাধনা-মন্দির ত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার অবসর বিনোদন করিতেন সম্পাদকরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া। তাঁহার সন্তান-সন্ততি নাই। রাখিয়া গেলেন—তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সে যাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ৪৩ বৎসরের জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা সরস্বতীরও আছে কি না সন্দেহ। আমরা তাঁহার এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া নিবেদন করি—যতদিন বাঙলার সাহিত্য ও ইতিহাস থাকিবে ততদিন তাঁহার সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধ পতিদেবতার মৃত্যু নাই। সাহিত্য তাঁহার সন্তানের স্থান পূর্ণ করিবে, তাঁহার পরবর্ত্তীকালের তরুণ সাধকবৃন্দ।

পরলোকে কালিদাস দাস

জঙ্গিপুরের টোল অফিসের টোল কালেক্টর স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস মহাশয়কে এতদঞ্চলের বয়স্থ শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখনও ভোলেন নাই। তাঁহার মত কোমল প্রকৃতি মিষ্টভাষী লোক তাঁহার আমলে খুব কম ছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকালিদাস দাস জঙ্গিপুর হাই স্কুলেই ছাত্রজীবন শেষ করিয়া জঙ্গিপুর লোকাল বোর্ডের ওভারশিয়ারের পদে বাহাল হন। তখন রঘুনাথগঞ্জের তদানীন্তন জেলা বোর্ডের ওভারশিয়ার স্বর্গীয় রজনীকান্ত মিত্র মহাশয় স্থানীয় সখের থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। কালিদাস বাবুও সেই থিয়েটারে অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার চাকরী লাভের সুবিধা হয় এই থিয়েটারেই। শ্রীশিশির কুমার ভাদুরীর থিয়েটারে নৃত্যশিক্ষক স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র নাথ বসুর (নেপা বোস) নিকট নৃত্যকলার শিক্ষা গ্রহণ করেন। রঘুনাথগঞ্জ থাকাকালীন থিয়েটারের 'ড্রেস' করিবার কায়দা নিজে নিজেই শিক্ষা করেন। শ্রীশিশির বাবুর থিয়েটারে গিয়া বেশ নিপুণ সজ্জাকর হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল রূপদক্ষ কালিদাস। কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত ফিল্ম্ ষ্টুডিওতে মেক-আপ আর্টিষ্টের কাজ করিয়া কলিকাতা নগরীতে সপরিবারে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বড়তলা থানা এলাকায় এ-আর-পি বিভাগে ওয়ার্ডেনরূপে কার্য্য করেন। ঐশ্বর্য্যশালী না হইয়াও তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন, তথায় অনেক লোকহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন গত মহাষ্টমীর দিন, ৬০ বৎসর বয়সে ক্যানসার রোগে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়াছে। আমরা তাঁহার পত্নী ও আত্মীয়স্বজনের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

ভারতী

নির্দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা

ইংরাজী ১৯৪৮ এর ১১ই মে, সন ১৩৫৫ সালের ২৮শে বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে, তদানীন্তন মহকুমা-শাসক শ্রীগৌরচন্দ্র মণ্ডলের পৌরোহিত্যে, বর্ত্তমানে যে ঘরে "কালিকা ফার্ম্মেসী" অবস্থিত সেই ঘরে ভারতী প্রেস স্থাপনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে কোন প্রধান অতিথি ছিলেন না। উকিল শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় তখন টাউন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের সেক্রেটারী। রাজপথে স্কুলের বেঞ্চ পাতিয়া নিমন্ত্রিত জনগণকে বসিতে দিয়া সভার অধিবেশন হয়। চতুর্দ্দিকে বিদ্যালয়ের কোমলমতি তরুণ ছাত্রদল দণ্ডায়মান, সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মহকুমা শাসক, শিক্ষালয়ের শিক্ষক, সম্পাদক প্রভৃতি উপবিষ্ট—আরম্ভ হইল পেশাদার নারীনৃত্য! শুভ্রকেশ, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, জনৈক কংগ্রেসী, মহকুমা শাসকের পার্শ্বে বসিয়া—"**নাচনেয়ালীকে ইদিকে পাঠিং দ্যাও** বলিয়া, রসিকতা করিয়া স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে ছাড়েন নাই। মহকুমার কর্ত্তা, কংগ্রেসের কর্ত্তা, শান্তিরক্ষক প্রভৃতির সম্মিলনে কি বীভৎস কাণ্ড দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া যান-বাহন চলাচল বন্ধ করিয়া সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সুযোগ সূচনা করিয়া সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল! আমাদের অদৃষ্ট দোষেই হউক, আর ভাগ্য গুণেই হউক, আমরা এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইবার সুযোগ পাই নাই। কোনও জিজ্ঞাসুর প্রশ্নে গঙ্গাধর বাবু বলিয়াছিলেন —ওদের নিমন্ত্রণ করিলে অনেক গণ্যমান্য লোক আসিতেন না। শুনিয়া আমাদের একটী মহাজনের কথা মনে পড়িল—"**প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং** অর্থাৎ পাঁক ছুঁয়ে হাত ধোয়া চেয়ে দূরে থেকে না ছোয়াই ভাল।

সেই দিন আর এই দিন!

বর্ত্তমানে গঙ্গাধর বাবু সুবৃহৎ অট্টালিকার অধিকারী। সেই ভবন হইতে গত ২রা অক্টোবর বাংলা ১৬ই আশ্বিন মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিনে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় :—

১। শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় বি-এল, (ব্যাঙ্কিং ও নানাবিধ ব্যবসায় পরিচালনে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারজীবী)

২। শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে এম, এ, (বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার, লালগোলা এম, এন, একাডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার, বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাষ্টার এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সদস্য)

৩। শ্রীবিমলকুমার পাল এম, এ, (জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক)

৪। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল বি, এ, (জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক, স্কুলের ম্যাগাজিন "সাময়িকীর" অন্যতম সম্পাদক)

—পক্ষে শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রঘুনাথগঞ্জ ভারতী প্রেস হইতে শ্রীমহাদেব সিংহ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ভারতী—নির্দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্বোধন ক্রিয়া রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এবারে আমরা নিমন্ত্রণলাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাধর বাবু ও শরদিন্দু বাবুর সাদর আপ্যায়নে প্রীতি লাভ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই পুরোহিত মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষ আই, এ, এস, উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২৫ মিনিট পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবরুণ রায়কে উপস্থিত দেখিয়া, বৎসর কয়েক আগে দেশবন্ধু পাঠাগারের এক অনুষ্ঠানে সুসাহিত্যিক বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) যখন আসিয়াছিলেন তখনকার কথা মনে হইল। সভাস্থলে পিতা পুত্রের পরস্পর বিভিন্ন মতের বিতর্ক এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বনফুল স্বয়ং রাত্রিকালে তদানীন্তন মুন্সেফ শ্রীঅনাথবন্ধু শ্যাম এর বাসায় উভয়কে ডাকাইয়া মীমাংসার ত্রুটি করেন নাই। ফল কি হইয়াছিল জানা যায় নাই। সভাস্থলে 'ভারতী' পত্রিকা বিতরিত হইল। গঙ্গাধর বাবু পত্রিকার সম্পাদকীয় "আমাদের কথা" এবং শরদিন্দু বাবু "বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শুভেচ্ছা" সভাস্থলে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পুরোহিত মহাশয় "যদি কাহারও কিছু বলিবার ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন" —এই আহ্বানের পর সুধীর বাবু মোক্তার কিছু বলার পর, এক তরুণ উঠিয়া বিলম্বে সভারম্ভের জন্য একটু কটাক্ষ করেন এবং তৎপরে কোন কোন

অবাঙালী সম্প্রদায়ের উদ্দেশে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করায় পুরোহিত মহাশয় তাঁহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া বসিতে বলেন। এইবার বরুণ বাবু পুরোহিতের এই নির্দ্দেশে—তাঁহাকে তাঁহার শাসকত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বলেন। একটু অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এইবারে শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী মহাশয় তাঁহার বক্তব্য বলিতে উঠিলে বনফুলের সভার পুনর্ঘটনা কতক ফলিল বলিয়া মনে হইল। পুরোহিত মহাশয় যাঁহাকে বসিতে বলিয়াছিলেন তিনিও শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর কনিষ্ঠ পুত্র।

কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজপুরুষগণকে নিজেদের রুজি-রোজগারের অনুষ্ঠানে সভা পরিচালনার ভার দিয়া, সংযতবাক্ বক্তাদের দ্বারা ভাষণ দিবার ব্যবস্থা করাই উচিত। বরুণ বাবু নিজেকে জনৈক উদ্যোক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, স্বয়ং মহকুমা শাসকের অসম্মান হয়, এমন ব্যাপারে আহ্বায়ক সম্পাদক-মণ্ডলী খুব অসহায়। যাহা হউক পাকা সাংবাদিক বাজপেয়ী মহাশয় বরুণ বাবুকে সস্নেহ মৃদু ভৎর্সনা করিয়া ভারতীর কর্ণধারগণের অকূলে কূল দিয়াছেন। যত দোষ ত্রুটি বৃহস্পতিবারের বারবেলার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হইল।

ভারতী পত্রিকার ১ম সংখ্যা কলিকাতার নামকরা বড় বড় কাগজগুলির অনুকরণে—সম্পাদকীয়, প্যারা, মহিলা মহল, চিঠিপত্র এবং শিশুপাঠ্য চাঁদের হাট ইত্যাদিতে সুসজ্জিত কলেবরে সৌষ্ঠবমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। কৃতবিদ্য সম্পাদকগণের পরিচালনায় ইহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজপুত-রমণী বড় ভক্তিমতী, তাহার মা পুত্রের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া আর ব্রাহ্মণকে দেখিতে না পাইয়া পুত্রকে আদেশ দিলেন—তোম্ ব্রাহ্মণকা পাশ যাকে মাফি মাঙ্ লেও। উন্‌কা পাঁও পকড়কে চরণ-ধূলি লেও। রাজপুত বীর ব্রাহ্মণের তল্লাসে ছুটিল। দিন কয়েক অনুসন্ধান করিয়া একদিন দেখিল ব্রাহ্মণ সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যাইতেছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া ছুটিতে লাগিলেন। রাজপুত বীর মাতৃ-আদেশে বলিল—চরণ-ধূল নেহি দো, তো কাণ পকাড়কে লেগা।" মেঁই রাজপুত হ্যায়।

পুরোহিতের পুরস্কার

—:o:—

কান পকাড়কে চরণ-ধূল লেগাই!

লড়াই ফেরতা এক রাজপুত তার পিতৃশ্রাদ্ধ করার জন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত ডাকিল। যজমান মিতাক্ষরা শাসিত আর পুরোহিত দায়ভাগ শাসিত। যজমান বাঙলা বোঝে না পুরোহিত হিন্দী জানে না। তবুও ব্রাহ্মণ জাত ব্যবসা ছাড়তে না পেরে নির্দ্ধারিত দিনে যজমানের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

উঠানে গোবর জল দিয়া নিকাইয়া ঠাকুর নিজেই যজমানের পিতৃশ্রাদ্ধের স্থান ঠিক করিয়া লইলেন। টাকা লইয়া নিজেই শ্রাদ্ধের যাবতীয় উপকরণ বাজার হইতে লইয়া আসিয়া যজমানকে বসিতে অনুরোধ করেন। যজমান গঙ্গাস্নান করিয়া উঠানে ব্রাহ্মণ যে স্থান করিয়াছিলেন, সেখানে বসিলেন। ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি সাজাইবার জন্য যজমানকে একটু পিছনে হটিতে বলিলেন। যজমান মিলিটারী পল্টনে কাজ করে। সে কখন পিছনে হটে নাই, অনেক বলার পর বলিল—"মহারাজ, হাম রাজপুত হ্যায়, কব্‌ভি হটনেবালা নেহি হ্যায়। হরদম আগারী চল্‌তেহেঁ, পিছারী হটনা মেরা ধরম নেহি। আচ্ছা, আপ্ গুরু হ্যায়, এক দফে আপকা হুকুম মান্ লিয়া"—বলিয়া একটু হটিল। পুরোহিতের দুর্ব্বুদ্ধি সে তাহাকে বাক্য-পাত্র কোশাকুশি রাখিবার জন্য আর একটু হটিতে বলিলেন। এবারে যায় কোথা! যজমান রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিল—"ক্যা! হাঁসি ঠাঠাকা বাৎ নেহি! রাজপুত কব্‌ভি হটনেবালা নেহি"—বলিয়া আমড়া আমড়া চোক বাহির করিয়া যেটুকু এর পূর্ব্বে হটিয়াছিল, তার তিন গুণ আগাইয়া পিণ্ডের উপকরণাদির উপর আগাইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, 'হটো! হটো! হটো! ঔর কহো গে? মেঁই পিণ্ডা কা উপর চড় বৈঠেঙ্গে। ক্যা করোগে তোম্।' ব্রাহ্মণ প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পলাইলেন।

[অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ব কলমের নীচে।

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি একতলা পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশিবরাম সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৮শে অক্টোবর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৭৯ থাং ডিঃ আইজান নেসা বিবি দেং রঘুনাথ সিংহের ওয়ারিশ স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী বর্ম্মণ্যা দিং দাবি ৩৮।৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেলালপুর ১-৪৪ শতকের কাত ৬॥৶১০ আঃ ১৫৲ থং ৫৭ রায়ত স্থিতিবান

৯৭ থাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দেং সামমহম্মদ বিশ্বাস দিং দাবি ৫৫।৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ৬-৬৬ শতকের কাত ১২॥৶১ পাই আঃ ৩২৲ থং ১৭৫ রায়ত স্থিতিবান

৯৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৫।৶৬ থানা ঐ মৌজে পিরোজপুর ৭-৯৩ শতকের কাত ১২॥৶৩ আঃ ৩১৲ থং ১৭৩ ঐ স্বত্ব

১০১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৪৲ থানা ঐ মৌজে কৃষ্ণসাইল ৩-৩৫ শতকের কাত নিজাংশে ২৸৵৯ আঃ ১৫৲ থং ৮৩

৯৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ রায় দাবি ২৫৸৵৬ থানা ঐ মৌজে খড়কাটী ৩-৭৩ শতকের কাত নিজাংশে ২॥৬ আঃ ১২৲ থং ২৬৪

৩৬৮ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার সরকার দেং সুধাংশুশেখর দাস দাবি ১৬।৶৩ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ১।/৪ জমির কাত ১।/৪ আঃ ৪৲ থং ৬০৪

৫৫৩ থাং ডিঃ ভৌরীলাল বয়েদ দিং দেং দেল আফরোজ দিং দাবি ৫০॥/৯ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ১৯১ শতকের কাত ৬॥৶৪॥০ আঃ ২৫৲ থং ২৭৫

৩২৮ থাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং রমণীকান্ত রায় দাবি ১৩৸০ থানা সুতী মৌজে দফাহাট ৪৫ শতকের কাত ১।/১৫ আঃ ৫৲ থং ২০৯ রায়ত স্থিতিবান

৩২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং রমণীকান্ত রায় দিং দাবি ৫১॥/৯ থানা ঐ মৌজে হাপানিয়া ৪৮৯ শতকের কাত ১৪৸১৬ আঃ ১০৲ থং ১৭০ ঐ স্বত্ব

৩২৭ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেং যদুনন্দন রায় দাবি ১২৸৩ থানা সুতী মৌজে হাপানিয়া ২৮॥০ শতকের কাত ৸/১৫ আঃ ৩৲ থং ২৮৮ রায়ত স্থিতিবান

৩৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং রমণীকান্ত রায় দাবি ১২৸৩ মৌজাদি ঐ ২৮॥০ শতকের কাত ৸/১৫ আঃ ৩৲ থং ২৮৮ ঐ স্বত্ব

৩৩১ থাং ডিঃ ঐ দেং সুধীরকুমার রায় দাবি ১২৸৩ মৌজাদি ঐ ২৮॥০ শতকের কাত ৸/১৫ আঃ ৩৲ থং ২৮৮ ঐ স্বত্ব

৩৩২ থাং ডিঃ ঐ দেং যদুনন্দন রায় দাবি ১৭৶৯ থানা ঐ মৌজে মহেশাইল ৯২॥০ শতকের কাত ২৸১৫ আঃ ৫৲ থং ২০৬০ ও ২৩৩৭ ঐ স্বত্ব

৩৩৩ থাং ডিঃ ঐ দেং রমণীকান্ত রায় দাবি ১৭৶৯ মৌজাদি ঐ ৯২॥০ শতকের কাত ২৸১৫ আঃ ৫৲ থং ২০৬০ ও ২৩৩৭ ঐ স্বত্ব

২০৪ থাং ডিঃ কুমার চন্দ্রসিংহ দুধোরিয়া দিং দেং কিনু মাল নাং দিং পক্ষে কোর্ট গার্জ্জেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দাবি ৩০।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ১ শতকের কাত ২৲ আঃ ২৫৲ থং ৬৫৫ রায়ত স্থিতিবান

৩৯৪ থাং ডিঃ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় দেং হাজি জানমহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১৬৸/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শ্রীকান্তবাটী ৪০ শতকের কাত ২৲ আঃ ৮৲ থং ৩৭

৩৯৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৯৻৯ মৌজাদি ঐ ৩৯ শতক জমি আঃ ২৲ থং ১০৫

৩৯৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩২৸০ মৌজাদি ঐ জমি জমা দেওয়া নাই আঃ ২০৲ থং ৪৪৮

১৩৬ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং ব্রজগোপাল বড়াল দাবি ২১৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দয়ারামপুর ১-৭১ শতক নিষ্কর জমির সেস ৶০ আঃ ১০৲ থং ৪০১

১৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৩/৯ থানা ঐ মৌজে বিনোদীঘি ২-৫০ শতক নিষ্কর জমির সেস ২৶১৬।০ আঃ ৬০৲ থং ৩৪৭

২০১ থাং ডিঃ আবদুল অহেদ মোল্লা দেং হাসিমুদ্দিন মিস্ত্রী দাবি ১৮৵৩ থানা ঐ মৌজে বাজিতপুর ২০২ শতকের কাত ৫/৯ পাই আঃ ৫৲ থং ৩৬২

২৬ মনি ডিঃ মহঃ আবদুল হাসিব দিং দেং তারকব্রহ্ম গঙ্গোপাধ্যায় দাবি ৮।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নাইত বৈদড়া ৮৩২ শতক নিষ্কর জোত আঃ ৫০৲ থং ২৫৮

১৯০ থাং ডিঃ তারাপদ রায় দেং লোকমান সেখ দিং দাবি ৪১৸৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ২৪ শতকের কাত ৫।৵০ আঃ ১৫৲ থং ৬৪৯

৩১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস বিশ্বাস দিং দাবি ৬১৲ থানা ঐ মৌজে রামপুরা ১-৯৬ শতকের কাত ১১৲ আঃ ১৫৲ থং ২৫

৩১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং অবনীকুমার সিংহ ওরফে খোকারাম সিংহ দাবি ৩১।৶৬ থানা ঐ মৌজে তেঘরী ২৭ শতকের কাত ১।৶২ পাই আঃ ৭৲ থং ২২১

১০৬ থাং ডিঃ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ দেং হরিহর ঘোষাল দিং দাবি ১৬॥/৩ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ২১০ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ থং ১২৬১ স্থিতিবান স্বত্ব

৪১৮ থাং ডিঃ বিবি দেল আফরোজ খাতুন দেং নাথু মণ্ডল দিং দাবি ১৩৬৸৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৫১ শতকের কাত শস্তের অর্দ্ধেক আঃ ২৫৲ থং ৪২২

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৩০শে অক্টোবর ১৯৫২

[illegible]

২২৬ থাং ডিঃ সাহেরা খাতুন বিবি দেং নসিমুদ্দিন সেখ দিং দাবি ২৬।৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে হড়হড়ি ৬২ শতকের কাত ২৸৵৯ আঃ ১৫৲ থং ৪৮ রায়ত স্থিতিবান

১৪৪ থাং ডিঃ নশীপুর রাজ ওয়ার্ডস দেং ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ১১৮॥/৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মালঞ্চা ২।৬ জমার জমি আঃ ১০০৲ থং ১২২, ১২৩ হইতে ১৪২

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৩০শে অক্টোবর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১৬৬ থাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং হজরত সেখ দিং দাবি ১১৸৶৩ থানা সুতী মৌজে উমরপুর ১৮ শতকের কাত ৷৷৵৯ আঃ ৫৲ থং ১৯৮

২৬০ থাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং সুরেশ মণ্ডল দাবি ৬২৲৬ থানা ফরক্কা মৌজে সুদনা ৫।০৲১৭ জমির কাত ৯৵৩ আঃ ৫০৲

২৬২ থাং ডিঃ ঐ দেং আজমেস আলি বিশ্বাস দাবি ৩০৶৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দাঁতিয়া অনন্তপুর ১৪/১৲৬ জমির কাত ১৫৸/০ আঃ ২০৲

১৮৮ থাং ডিঃ পদ্মকামিনী দেবী দেং ফেলাতন বিবি দিং দাবি ২৪৷৷৶০ থানা ফরক্কা মৌজে ভবানীপুর ২৷০ বিঘার কাত ২৷৶১৪ আঃ ১০৲ থং ১৫৬

১৮৯ থাং ডিঃ ঐ দেং জানমহাম্মদ সেথ দাবি ১৮৸৶০ মৌজাদি ঐ ১-০৯ শতকের কাত ২৶৪ আঃ ১০৲ থং ১১৫

১৯৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮৲৯ মৌজাদি ঐ ৩৭ শতকের কাত ২৷/১০৷ আঃ ১০৲ থং ১১২

১৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং কালু সেথ দিং দাবি ১৭/৯ মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ৸৶১৪ আঃ ১০৲ থং ১২০

১৯১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৸/৩ মৌজাদি ঐ ৩৭ শতকের কাত ২৶০ আঃ ১০৲ থং ২৬৮

২২৭ থাং ডিঃ নেহালিয়া ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দিং দেং ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী দাবি ১৬৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৮০ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ৫৲ থং ১৫ অধীনস্থ থং ৩৪০

২৫৮ থাং ডিঃ ঐ দেং যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ১০৲৬ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৵১১ আঃ ৫৲ থং ৩৬৬

২৪৯ থাং ডিঃ ঐ দেং শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী দাবি ১১৷৷/৬ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ৷৷০ আঃ ৫৲ থং ১৯ অধীনস্থ থং ৩৪৫

২৫২ থাং ডিঃ ঐ দেং সুহৃদনয়নী দেবী দাবি ১২৶৬ মৌজাদি ঐ ৮১ শতকের কাত ৷৷৵০ আঃ ৫৲ থং ৩১৯

২৫৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী দাবি ৩১৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৩০ শতকের কাত ৩৸৵০ আঃ ৫৲ থং ২২ অধীনস্থ থং ৩৪৭

২৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ইদৃশ মণ্ডল দাবি ৯৷/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ঈশ্বরবাটী ২১ শতকের কাত /৪ আঃ ৫৲ থং ৭

২৩৫ থাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দেং সুরেশচন্দ্র মজুমদার দাবি ৫৪৷৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা ২-৩৮ শতকের কাত ৭৸৵৯ আঃ ১০৲ থং ৬, ৭, ৮ থাস মধ্যে

২৩৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১/৬ মৌজাদি ঐ ৩৬ শতকের কাত ১৸৩ আঃ ৫৲ থং ৮৩

২৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৭০ শতকের কাত ১৷০ আঃ ৫৲ থং ৮২

২৬৩ থাং ডিঃ ঐ দেং জাফর সেথ দাবি ৬১৶০ মৌজাদি ঐ ২-৮৫ শতকের কাত ৯৲৩ আঃ ১০৲ থং ২২৮

২৬৬ থাং ডিঃ ঐ দেং সবদর আলি বিশ্বাস দাবি ৭৯৷৷৵৩ মৌজাদি ঐ ৪-৪১ শতকের কাত ১৩৲ আঃ ১০৲ থং ২০৭

২৬৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল থালেক সেথ দিং দাবি ২৭৷৷৬ মৌজাদি ঐ ১-৮০ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ৫৲ থং ৫৮২

২৪৬ থাং ডিঃ ঐ দেং গোকুলচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৬৬৷৷৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাবিলপুর ২-০১ শতকের কাত ১০৷৵৩ আঃ ১০৲ থং ৩৮৩

২৪৭ থাং ডিঃ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ঠাকুরের সেবাইত বীরেন্দ্রনাথ মাহাতা দিং দেং নলিনীকুমার চৌধুরী দাবি ১৮/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে থেরুর ৩-৫৫৷৷ শতকের কাত ১৸০ আঃ ৫৲ থং ৯০৩

১৬৭ থাং ডিঃ উমানাথ সিংহ দিং দেং মতিউল্যা বিশ্বাস দিং দাবি ৩৪৷৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ১-৭০ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ থং ৫০৮ অধীনস্থ থং ৫০৯ রায়ত স্থিতিবান

১৭৪ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং শচীন্দ্রনাথ দাস দিং দাবি ৩৬৵৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৩৫ শতকের কাত ৫/১৬৷০ আঃ ২০৲ থং ২৮৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

২৩৯ থাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং বোড়ন মণ্ডল দিং দাবি ৯৪৸/৩ থানা ফরক্কা মৌজে পরাণপাড়া ৩-১৯ শতকের কাত ১৫৷/০ আঃ ২৫৲ থং ৮৫৩

২৪০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯০৷৵৯ মৌজাদি ঐ ১৬০৷৷০ শতকের কাত ১৪৷৷০ আঃ ২৫৲ থং ৩৪৭

২৪১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৬৷৷/৬ মৌজাদি ঐ ৫৮ শতকের কাত ৬৷৷৵০ আঃ ১০৲ থং ৫৪৫

২৪২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৷৷/৯ থানা ফরাক্কা মৌজে কানাইটোলা ১৭ শতকের কাত ৸৵ আঃ ৫৲ আঃ ১০২

২৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং নীলমণি মণ্ডলানী দাবি ৫০৶৬ থানা ঐ মৌজে পরাণপাড়া পাইকস্তা ৫৮ শতকের কাত ৭৷৷/০ আঃ ১৫৲ থং ৩৪৬

১৪৩ থাং ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেং যতীন্দ্রনাথ দাস দাবি ৯৷/৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চাঁচণ্ড ৪২ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ থং ৩৭৯

১৬৩ থাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং লালমহম্মদ সেথ দিং দাবি ১৯৲৯ পাই থানা ফরক্কা মৌজে কুলী ১-৩৯ শতকের কাত ৩৷/৯ আঃ ১০৲ থং ৯১৩ রায়ত স্থিতিবান

২৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৬০/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চক গোপালপুর ২-৮৮ শতকের কাত ৫৷৶৯ পাই আঃ ৩৫৲ থং ১২ অধীনস্থ থং ১১৷১২ রায়ত স্থিতিবান

২৩১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৪৵৩ থানা ঐ মৌজে বালাগাছি ৪-৯২ শতকের কাত ১২৲৫ পাই আঃ ৫০৲ থং ৪৭ অধীনস্থ থং ২২৭ ঐ স্বত্ব

২২১ থাং ডিঃ সেবাইত রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং মুসাম্মৎ থয়রুন্নেসা বিবি দাবি ২২৷৬ থানা ঐ মৌজে ভুরকুণ্ডা ১৬ শতকের কাত ১৷৷৩ আঃ ৫৲ থং ১৯৮

২২৩ থাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং তড়িৎবরণী দেবী দাবি ২৪৷০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ২-২১ শতকের কাত ৫৸৯ আঃ ৫৲ থং ২২৯৷২৩০

৯ মনি ডিঃ হাজি ইউসফ বিশ্বাস দেং থলিল সেথ দিং দাবি ১৭০৷৶০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহাদেবনগর ৸০+৷২+১+৪½ শতকের কাত ১৵০+৷৵১০+৷০+৵১০ আঃ ৫৲+৫৲+৫৲+৫৲ থং ৩২৪, ৮৫২, ৫৬৪, ২৩৫১

২৬ স্বত্ব ডিঃ জিতু হাজরা দেং আবদুল সাত্তার দাবি ৩৪৬৷৷/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাটকেলডাঙ্গা ২৩ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫০৲ থং ২০৪

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসাল

কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই নভেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৭১ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং কেনারাম রায় ওরফে কানাইলাল রায় দিং দাবি ৪৩॥৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দোনলীয়া ২৯৭ শতকের কাত ৬৸৶৯ পাই আঃ ১৫৲ থং ৭৬ রায়ত স্থিতিবান

৩৫৬ থাং ডিঃ বিরজাকান্ত সরকার দিং দেং আপসার আলি বিশ্বাস দিং দাবি ১৮।৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতকমল ৬৬ শতকের কাত ৩৸০ নিজাংশে ১৸৵০ আঃ ৫৲ থং ৪৩০ রায়ত স্থিতিবান

৪৭৫ থাং ডিঃ নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং হরিহর ঘোষাল দিং দাবি ৬৯/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১-৭৮ শতকের কাত ১০৸৵৫ পাই আঃ ২৫৲ থং ৩৩২

৪৭৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০॥৶০ মৌজাদি ঐ ২৯ শতকের কাত ২/৯ আঃ ১০৲ থং ৩৩১

৪৭৬ থাং ডিঃ ঐ দেং সওকত আলী সেখ দাবি ২৬৸৵০ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ৪৫ শতকের কাত ৩/০ আঃ ১০৲ থং ৫৬১

৪৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং সওকত আলী সেখ দিং দাবি ৮০৸০ থানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ২-২৮ শতকের কাত ১১।৵৩ আঃ ২৫৲ থং ৪০১

৪৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৯॥/৬ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ১-৫৭ শতকের কাত ১১॥/০ আঃ ২৫৲ থং ৫৬১

৪৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৬॥৶৬ মৌজাদি ঐ ৯৮ শতকের সেস ।৵২ আঃ ১০৲ থং ৫৭৩

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কতৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত